ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৮৬১
আগরতলা, ২৩ মে, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

'নাবালকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য চুড়াইবাড়িতে' শিরোনামে ১১-০৫-২০২৫ তারিখে 'রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে ত্রিপুরা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট আই জি এক স্পষ্টিকরণ দিয়েছেন। স্পষ্টিকরণে বলা হয়েছে যে, উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের রিপোর্ট অনুযায়ী চুড়াইবাড়ি থানার ওসি ১০-০৫-২০২৫ তারিখে খাদিমপাড়ার এক জলাশয়ে একটি মৃতদেহ ভেসে রয়েছে বলে টেলিফোনে জানতে পারেন। অন্যদিকে তিনি কদমতলা হাসপাতালের ইএমও থেকেও লিখিতভাবে জানতে পারেন যে, ১০-০৫-২০২৫ তারিখে সন্ধ্যা ৭.৩০ টা নাগাদ জামিল হুসেন নামে শিশুকে মৃত অবস্থায় কদমতলা হাসপাতালে আনা হয়েছে। মৃত জামিল হুসেনের বয়স ৯ বছর এবং চুড়াইবাড়ি থানার অন্তর্গত খাদিমপাড়ার বাসিন্দা আবদুল খালিকের পুত্র। তাই ও সি সেই লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে ১০-০৫-২০২৫ তারিখে বিএনএসএস-র ১৯৪ ধারা অনুসারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করেন (UD Case No. 4/2025)। তদন্তকারী আধিকারিক কদমতলা হাসপাতালে গিয়ে সুরাথল রিপোর্ট তৈরী করে পোস্টমার্টেমের পর মৃত দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেন।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে যে, ঘটনার দিন জামিল হুসেন ও প্রতিবেশী দুটি শিশু(মনির হুসেন ও জিয়াদ আহমেদ) মিলে খাদিমপাড়ার পুকুরে স্নান করতে নামে। কিন্তু জামিল হুসেন সাঁতার জানতনা। কিছুক্ষণ পরে বাকি দুইজন শিশু বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু জামিল হুসেন ফিরে আসেনি এবং তার পরিবারের লোক অনেক সময় পরে উপলব্ধি করতে পারে এটা। কিছুক্ষণ খোঁজা-খুঁজির পর জামিল হুসেনের মৃতদেহ পুকুরে ভাসতে দেখা যায়। সুরাথল রিপোর্টে মৃত দেহের গায়ে কোন বাহ্যিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাছাড়া যাবতীয় পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বোঝা যায় যে এই মৃত্যুর পিছনে কোন কু-চক্রান্ত ছিল না, বরং জলে ডুবে এই মৃত্যু ঘটেছে। তথাপি এই ধারণা পোস্টমার্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেলেই নিশ্চিতরূপে বলা যাবে। এই ঘটনা নিয়ে খাদিমপাড়া এলাকায় কোন ভীতির পরিবেশ তৈরী হয়নি।

******